The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 7 & 8, No. 13-16, Publication date: February 2016, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর বিশেষ্য আয়ত্তীকরণ

সালমা নাসরীন*

Abstract : The paper explains the nature of noun acquisition process by Bengali autistic children. Grammatically noun is a word-category which denotes different objects and aspects — both concrete and abstract. Since noun-categories surround us normally developing children usually start to develop their linguistic abilities by acquire different types of nouns in their early childhoold and they finish acquiring them by 4 to 5 years of age. But children with developmental language disorders, especially autistic children exhibit significant impairments in acquiring such a grammatical category. This paper depicts that all Bengali autistic children do not perform identical degree of noun acquisition ability. For example, compared to Bengali low-functioning autistic children, their high-functioning counterparts can acquire both concrete and abstract nouns. But their performance, in this regard, is not as same as normally developing children. Finally, this paper highlights that noun acquisition process of Bengali autistic children are significantly affected by different learning variables such as-visibility effect, regularity effect and experience effect.

মানুষের চারপাশে যে জগৎ-পরিবেশ রয়েছে, সেটিই তার ভাষাবোধ নির্মাণের প্রেক্ষাপট বা ভিত্তিভূমি হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ শিশু জন্মগ্রহণের পর চারপাশের পরিবেশকে কেন্দ্র করেই তার ভাষার ভিত্তি নির্মিত হয়। শুধু তাই নয়, পরিণত বয়সেও চারপাশের বিভিন্ন উপাদানকে কেন্দ্র করে সে তার ভাষা প্রক্রিয়ার সিংহভাগ সম্পন্ন করে। মূলত শিশু তার সহজাত ভাষিক শক্তির দ্বারা পরিপার্শ্বের বিভিন্ন উপাদান আয়ত্তীকরণের মাধ্যমে তার ভাষাবোধকে পূর্ণতা দেয়। এক্ষেত্রে চারপাশের উপাদানগুলো প্রধানত নাম বা বিশেষ্যরূপে শিশুর ভাষাবোধে সঞ্চিত হয়। বিশেষ্য বা 'শাব্দ ক্যাটেগরি' (হুমায়ুন ১৯৯৪)-র এই নামগুলো স্বাভাবিক শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়ত্তীকরণ করলেও অটিস্টিক শিশু এতে নানামাত্রিক ঘাটতি দেখিয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর বিশেষ্য আয়ত্তীকরণের এই ঘাটতির প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যের মাত্রাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ভাষা কী

মানুষ তার দৈনন্দিন বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিনিয়ত যে ভাষা ব্যবহার করে, তার সংজ্ঞার্থ কী হতে পারে? এ বিষয়টি ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীদের বর্ণনায় বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়েছে। এখানে কার্যকর এমন একটি সংজ্ঞার্থ প্রদান করা যেতে পারে এভাবে যে, ভাষা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ভাষিক সমাজে ব্যবহৃত কিছু চিহ্ন-সংশ্রয় যা ওই ভাষিক সমাজেই বোধগম্য (হাকিম ও অন্যান্য, ২০১৫)। এই চিহ্ন-সংশ্রয়ের মধ্যে যেমন রয়েছে ওই ভাষিক সমাজের মধ্যেকার বিভিন্ন বস্তু-পদার্থের পরিচয়, অবস্থা ও গুণ, তেমনি এতে সুনির্দিষ্ট রয়েছে এসব পরিচয়, অবস্থা ও গুণকে সাংগঠনিকভাবে প্রকাশের জন্য নিয়মের সমাহার। এই নিয়মের সমাহারকে আমরা প্রচলিত অর্থে ব্যাকরণ বলতে পারি। তাহলে ভাষা নামক ওই চিহ্ন সমষ্টির মধ্যে নিহিত বস্তু-পদার্থের পরিচয়, অবস্থা বা গুণের প্রকৃত স্বরূপটি কী। এ বিষয়ে পিয়াঁজে (Piaget, 2002) বলেন,

> ...the adult conveys different modes of thought by means of speech. At times, his language serves only to assert, words state objective facts, they convey information, and are closely bound up with cognition. 'The weather is changing for the worse', 'Bodies fall to the ground.' At times, on the other hand, language expresses commands or desires, and serves to criticize, or to threaten, in a words to arouse feelings and provoke action — 'Let's go', 'How horrible!' etc (p. 1).

বোধগত ভাষাতাত্ত্বিক পিয়াঁজের ওপরের উদ্ধৃতির সূত্র ধরে একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, ভাষা নামক চিহ্ন-সংশ্রয়ে সংশ্লিষ্ট ভাষিক সমাজের যে বিভিন্ন বস্তু বা পদার্থের পরিচয়, অবস্থা বা গুণের কথা বলা হলো, সেগুলো মূলত তাদের চারপাশে বিরাজমান বিভিন্ন উপকরণের নাম ও কার্যধারা এবং এগুলোর ধারণা প্রকাশকারী বিভিন্ন ভাবভঙ্গি। আমাদের বিবেচনা হচ্ছে, একজন অটিস্টিক শিশু তার পরিবেশ বা চারপাশের এসব বিচিত্র বস্তু বা উপাদানের নাম আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ শিশুর তুলনায় ঘাটতি দেখায় এবং পিছিয়ে থাকে।

২. সাধারণ শিশুর ভাষা তথা বিশেষ্য আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়া

একজন স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশু কত বছরের মধ্যে তার ভাষার বিকাশ ঘটিয়ে থাকে— এ বিষয়ে গত শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে ব্যাপকমাত্রার গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, তার ফলকে সাধারণীকরণ করে বলা যায় যে, একজন সুস্থ শিশু ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যেই তার স্বাভাবিক ভাষার বিকাশ সম্পন্ন করে থাকে। এ বিষয়ে পেসি (Peccei, 2006) তাঁর সন্তান ক্রিস্টিয়ানের ভাষার বিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

> By the time he was four and half years old and heading off to his first day of school, he turned to me and said "Mum, I don't think I want to go through with this." Like children all over the world, Christian had mastered his native tongue in a remarkably short period of time (p. 1).

একজন সুস্থ শিশু উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তার ভাষার বিকাশ সম্পন্ন করলেও এই বিকাশের স্তর-পরম্পরা রয়েছে। অর্থাৎ একটি ভাষার সব সংগঠনই সে একই সাথে একই সময়ে সম্পন্ন না করে তা পর্যায়ক্রমে শিখে থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের পরিসর যেহেতু বিশেষ্য-শব্দকেন্দ্রিক, সেহেতু তা সুস্থ শিশুর বিশেষ্য আয়ত্তীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ একটি শিশু ১২ মাস বয়সে কিছু সহজ বিশেষ্যবাচক শব্দ উচ্চারণ করে, যেমন–বাবা, মা, দাদা ইত্যাদি। ফেনসন ও অন্যান্যদের (Fenson, et al. 1994) মতে, ১৬ মাস বয়সেই শিশু ৪০-৫০টির মতো শব্দ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ১৮ মাস বয়সে সে শরীরের কিছু অংশ শনাক্ত করতে পারে, কোনো বস্তু দেখাতে বললে সে দেখাতে পারে এবং কিছু আকৃতি দিয়ে প্রতীকী খেলা খেলতে সক্ষম হয়। এই সময় শিশু ৩০-৪০টি শব্দ বলতে পারে। তবে ১৮ মাসের পর তার শব্দ আয়ত্তীকরণের হার কমে গেলেও ২৪ মাসের মধ্যে সে ৫০টির মতো শব্দ বলতে শিখে। আবার প্রাক্-স্কুলগামী শিশু অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে সে বিচিত্র ধরনের শব্দাবলি আয়ত্ত করে এবং এ সময় তার ৭০০টি শব্দ অনুধাবনের পাশাপাশি ৫০০ শব্দ বলার ক্ষমতা অর্জিত হয়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে একজন স্বাভাবিক শিশু ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২০০০ শব্দ আয়ত্তীকরণ করতে পারে, অর্থাৎ বলার সক্ষমতা অর্জন করে (হাকিম ও অন্যান্য ২০১৫)। তবে স্বাভাবিক শিশুর শব্দ আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়া এখানেই শেষ নয়, বরং সারাজীবন ধরেই চলতে থাকে।

৩. শব্দ বা বিশেষ্যপদ আয়ত্তীকরণ কী

বিভিন্ন গবেষণা থেকে ওপরে স্বাভাবিক শিশুর শব্দ তথা বিশেষ্যপদ আয়ত্তীকরণের যে একটি হিসাব উপস্থাপন করা হলো, তা আসলে কী? অর্থাৎ শিশুর বিশেষ্য আয়ত্তীকরণ বলতে কী বুঝায়? এক্ষেত্রে আমরা প্রজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানের (cognitive psychology) শরণাপন্ন হতে পারি। প্রজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানীরা ভাষা তথা শব্দ আয়ত্তীকরণের বিভিন্ন স্তর-পরম্পরা তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে বগদাশিনা (Bogdashina, 2005) বলেন, একজন শিশু যখন প্রথম একটি বস্তুর পরিচয় লাভ করে, তখন সে তার বোধ অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহণ করা, গন্ধ নেয়া ইত্যাদি) মাধ্যমে সেটি জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। ধরা যাক, কাঁচা আম। এই বস্তুটি প্রথম দেখার পর শিশুটি জানতে চায় এটি কী? শিশুর এই প্রথম জানতে চাওয়াটা হলো ওই বস্তু সম্পর্কে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বা সংবেদন (sensation)। এই সংবেদন যে প্রক্রিয়ায় ঘটে তাকে বলা হয় মূর্তকরণ (embodiment)। অর্থাৎ হয়ত সে প্রথমে এই বস্তুটি দেখে এবং দেখার পর বস্তুটি স্পর্শ করার মাধ্যমে এক ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চায়। এই প্রত্যক্ষীকরণের প্রথম পর্যায়ে তার ওই বস্তুটি সম্পর্কে মস্তিষ্কে প্রকৃত কোনো মনোগত ছাপ (schematic image) ধারণ করে না। তবে যখন সে সেই বস্তুটিকে স্পর্শ করে দেখে, তখন তার আরেক ধরনের অনুভূতি হয় যেটিকে বলা যায় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষীকরণ

(sensory perception)। অর্থাৎ কাঁচা আমটি স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে তার মস্তিষ্কে একটি মনোগত ছাপ ধারণ করে।

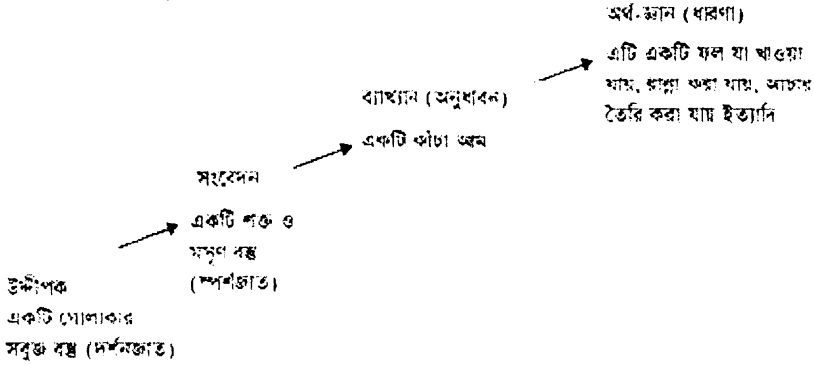

চিত্র ১: মূর্তায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি 'কাঁচা আম' সম্পর্কে একজন বাঙালি শিশুর ধারণায়ন (Bogdashina 2005 অনুসরণে)

তারপর বয়সক্রমে তাকে সেই বস্তুটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় অর্থাৎ 'কাঁচা আম একটি ফল — যা খাওয়া যায়', 'রান্না করা যায়', 'আচার তৈরি করা যায়' ইত্যাদি। তখন তার 'কাঁচা আম' সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা হয়। তারপর যদি সে প্রায়ই কাঁচা আমটি দেখে তখন তার সেই বস্তুটি সম্পর্কে মস্তিষ্কে একটি প্রজ্ঞান-কাঠামো তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে কাঁচা আমটি যখন আবার দেখে, তখন জানতে সক্ষম হয় কাঁচা আমের কাজ কী? অর্থাৎ সে কাঁচা আম সম্পর্কে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হয়। আর এটিই হলো ধারণায়ন (conception)। আর এই ধারণায়নের মাধ্যমেই শিশু তার চারপাশের বিভিন্ন বিশেষ্যকে আয়ত্ত করে। শিশুর বিশেষ্য আয়ত্তকরণ প্রক্রিয়াটি বগদাশিনা (২০০৫) অবলম্বনে ১ সংখ্যক চিত্রে রূপদান করা হয়েছে।

৪. অটিস্টিক শিশুর বিশেষ্য আয়ত্তকরণ : তত্ত্বগত বিবেচনা

অটিস্টিক শিশুর বিশেষ্য আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়াটি সাধারণ শিশুর মতো সুগঠিত বা পরিপূর্ণ নয়। কারণ ভাষা তথা বা ব্যাকরণ আয়ত্তীকরণের জন্য যে স্বাভাবিক মস্তিষ্কগত বা জৈব-স্নায়ুগত দক্ষতা দরকার, সেক্ষেত্রে সে অসম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মায়। ফলে বিশেষ্যসহ বিভিন্ন ভাষিক উপাদান আয়ত্তীকরণে অটিস্টিক শিশু নানারকম ঘাটতি বা বৈকল্য দেখিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অটিস্টিক শিশুর ইন্দ্রিয় অনুধাবন (sensory perception)-এর প্রক্রিয়াটি সাধারণ শিশুর মতো সুশৃঙ্খল নয়। বগদাশিনার (Bogdashina, 2005) মত অনুসারে, অটিস্টিক শিশুর চিন্তা ইন্দ্রিয়-প্রধান চিন্তা (sensory-based thinking) অর্থাৎ সে, বিশেষ করে, নিম্ন-দক্ষ বা চিরায়ত অটিস্টিক

শিশু (low functioning or classical autistic child) মূলত সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণকে কেন্দ্র করে চিন্তা করে থাকে। কিন্তু সে তার এই চিন্তন প্রক্রিয়াকে ধারণায়ন, বা প্রতীকীকরণের মাধ্যমে বাচনিকরূপে (verbal form) নিয়ে যেতে পারে না। তবে যারা উচ্চ-দক্ষ বা অ্যাসপারজার অটিস্টিক শিশু (high functioning or Asperger autistic child) তারা কখনও সংবেদন থেকে ধারণায়ণের মাধ্যমে প্রতীকীকরণের দ্বারা বাচনিকরূপ পর্যন্ত পোঁছাতে সক্ষম হয়।

অটিস্টিক শিশুর সংবেদন (sensation) প্রক্রিয়াটি ৩ বছর থেকে শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপ পেতে ১০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে (Bogdashina 2005)। অন্যদিকে, তিনি (Bogdashina 2005) বলেন, স্বাভাবিক শিশুর ইন্দ্রিয় অনুধাবনের প্রক্রিয়াটি জন্মের পরই শুরু হয়। তাই অটিস্টিক শিশুর ইন্দ্রিয় অনুধাবনগুলো বিন্যস্ত না থাকার কারণে বস্তু বা পদার্থের প্রতি সংবেদন ও অনুধাবন প্রক্রিয়া ঠিকভাবে বিকাশ লাভ করে না। অন্যদিকে, স্বাভাবিক শিশুর ইন্দ্রিয় অনুধাবন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ইন্দ্রিয় বিমূর্তায়ন (sensory abstraction) প্রক্রিয়াটিও বিকশিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, ইন্দ্রিয় বিমূর্তায়ন দিয়ে বাস্তব জগৎ বা মূর্ত বিশেষ্য (concrete noun) সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় বিমূর্তায়ন বিমূর্ত বিশেষ্যপদ (abstract noun)-বিষয়ে জগৎ সম্পর্কে দৃশ্যমান ধারণা দিতে না পারলেও সেটি মনের ওপর প্রভাব তৈরি করে এবং তার একটি অর্থগত ধারণা (semantic value) তৈরি হয়। অটিস্টিক শিশু ইন্দ্রিয় বিমূর্তায়নে দুর্বল থাকার কারণে ইন্দ্রিয় প্রক্রিয়ার (sensory process) মাধ্যমে কেবল মূর্ত ধারণাসমূহ আয়ত্ত করতে শেখে। তবে উচ্চ-দক্ষ শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ ইন্দ্রিয় বিমূর্তায়ন (sensory abstraction) এবং প্রতীকীকরণ উভয় প্রক্রিয়াতে ভাষা শিখতে সক্ষম হয়।

জগতের বিভিন্ন বস্তু বা পদার্থ বিষয়ে অটিস্টিক শিশুর ওপরে উল্লিখিত স্নায়ুর প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে ভাষা তথা বিশেষ্য আয়ত্তীকরণে বৈকল্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে সে স্বাভাবিক শিশুর মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশেষ্য নামক শাব্দ ক্যাটেগরি শিখতে পারে না। তাই তার বিশেষ্য আয়ত্তীকরণ খুবই ধীরগতির হয়। উদাহরণস্বরূপ, অটিস্টিক শিশু বিশেষ করে, নিম্ন-দক্ষ শিশুরা সাধারণত ৩-৪ বছর বয়স থেকে শব্দ বলা শুরু করে (আরিফ ও নাসরীন, ২০১৩)। স্বাভাবিক শিশু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেনা পরিবেশ থেকে শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে নতুন নতুন অর্থ শেখে এবং সেগুলোকে প্রতিবেশ অনুযায়ী ঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, অটিস্টিক শিশুর শব্দভাণ্ডারে নতুন নতুন শব্দ সংযোজিত হয় খুবই ধীর গতিতে এবং সেসব শব্দকে সবসময় তারা ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না। এছাড়া টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান শোনা ও দেখার মাধ্যমে স্বাভাবিক শিশুর বিভিন্ন শব্দ সম্পর্কে অনুধাবন ও প্রকাশ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। টেলিভিশনে প্রচারিত

যে কোনো অনুষ্ঠানে কোনো নতুন শব্দ শুনলে স্বাভাবিক শিশু সেটি দ্রুত আয়ত্ত করতে সমর্থ হয় (আরিফ ও নাসরীন, ২০১৩)। কিন্তু অটিস্টিক শিশু সাধারণ শিশুর মতো তা দ্রুত আয়ত্ত করতে সমর্থ হয় না। এক্ষেত্রে এসব শিশুর গ্রহণমূলক শব্দভাণ্ডার (receptive vocabulary) অপেক্ষাকৃত ভালো হলেও প্রকাশমূলক শব্দভাণ্ডার (expressive vocabulary) তেমন ভালো হয় না। আবার শব্দভাণ্ডার ভালো হলেও বিশেষ করে চিরায়ত অটিস্টিক শিশুরা বিমূর্ত শব্দভাণ্ডার অনুধাবন ও প্রকাশে দুর্বল থাকে।

ভাষার শাব্দ-ক্যাটেগরি বা বিশেষ্য আয়ত্তীকরণে উপরিউক্ত ঘাটতিকে বিবেচনায় এনে বর্তমান গবেষণায় বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর বিভিন্ন বিশেষ্য আয়ত্তীকরণের প্রকৃতিকে অন্বেষণ করা হয়েছে। ফলে এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, নিয়মিত ও অনিয়মিত বিশেষ্য, মূর্ত ও বিমূর্ত বিশেষ্য ইত্যাদি চিহ্নিতকরণে অটিস্টিক শিশুর দক্ষতা ও বৈকল্যের স্বরূপটি কী তা নিরূপণ করা।

৫. অনুসৃত পদ্ধতি

এই গবেষণাকর্মটি প্রধানত গুণগত পদ্ধতি (qualitative method)-তে সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুরা বিশেষ্যপদ অনুধাবন ও প্রকাশে কী ধরনের বৈকল্য প্রদর্শন করে এবং কেন তারা এই ধরনের বৈকল্য প্রদর্শন করে ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃতি অনুসন্ধান করতেই এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মে ফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পদ্ধতিরও প্রয়োগ করা হয়েছে। সবশেষে, প্রাপ্ত ফল ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর বিশেষ্যপদ আয়ত্তীকরণের যেরূপ-রূপান্তর এবং সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিসমূহ রয়েছে, তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে।

৫.১ অংশগ্রহণকারী

এই গবেষণার জন্য ১০ জন বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুকে নির্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ জন চিরায়ত বা নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশু এবং ৫ জন অ্যাসপারজার বা উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু, যাদের বয়স ১৫-১৬। এদের মধ্যে ৭ জন ছেলে শিশু এবং ৩ জন মেয়ে শিশু। শিশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শনাক্তকৃত অটিস্টিক শিশু এবং যেসব শিশু ভাষা-প্রকাশে অপেক্ষাকৃত দক্ষ কেবল তাদেরকেই এই গবেষণার কাজে নির্বাচন করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

খ. সোয়াক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

এই প্রবন্ধে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (participant observation) ও নিবিড় সাক্ষাৎকার (in-depth interview) — এ দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। বিভিন্ন যোগাযোগ অনুষঙ্গে (communivative contex) এসব শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে বিশেষ্যপদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা যেসব বৈকল্য প্রদর্শন করেছে সেগুলোর মাত্রাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী অটিস্টিক শিশুরা কীভাবে বিশেষ্যপদ ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন বিশেষ্যপদ অনুধাবন ও প্রকাশে বৈকল্য দেখিয়ে থাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার কিছু ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই গবেষণার প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপাত্ত অংশগ্রহণকারীদের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশু বিশেষ্যপদ প্রকাশে যেসব বৈকল্য প্রদর্শন করে থাকে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার একটি সামগ্রিক ভেতরগত রূপ অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার ভেতরগত রূপটি অনুসন্ধান করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তাদেরকে করা হয় এবং বিশেষ্য সম্পর্কিত কিছু উদ্দীপক পর্যায়ক্রমে তাদের সামনে প্রদর্শন করে সেগুলোর নাম জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের এ সম্পর্কিত অনুভূতি, জ্ঞান, মতামত ইত্যাদি জানাও সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, পর্যবেক্ষণের সময় তারা বুঝতে পারেনি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাওয়া হচ্ছে। কারণ তখন তাদের সঙ্গে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে কেবল দূর থেকে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণটি ছিল একপাক্ষিক। অন্যদিকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের সময় অংশগ্রহণকারীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অর্থাৎ নিবিড় সাক্ষাৎকারটি ছিল দ্বিপাক্ষিক। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ স্নায়ুর চাপ অনুভব করছিল। আবার কেউ বিভিন্ন উপকরণ (ভিডিও ক্যামেরা, ল্যাপটপ, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি)-এর প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করেছে। এসব কারণে নিবিড় সাক্ষাৎকারটি নেয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিপত্তি ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত উপাত্ত লাভ করা সম্ভব হয়েছে। তাই বলা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ উপাত্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটি মুখ্য পন্থা হিসেবে বিবেচিত হলেও এক্ষেত্রে নিবিড় সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫.২ ব্যবহৃত উদ্দীপক

এই গবেষণায় উদ্দীপক হিসাবে দুধরনের বিশেষ্যকে নির্বাচন করা হয়েছে, যথা— মূর্ত বিশেষ্য (concrete noun) এবং বিমূর্ত বিশেষ্য (abstract noun)। উল্লেখ্য, অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ্য ব্যবহারের নিয়মিতকরণ প্রভাব (regularity effect) বাস্তব জগতের বিশেষ্য আয়ত্তীকরণে সহায়তা করে। কারণ অধিক ব্যবহারের ফলে প্রাত্যহিক জীবনের বিশেষ্যগুলো পুনঃপুন আসে। ফলে, পৌনঃপুনিকতার প্রভাব (frequency

effect) অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ্য আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রেও অধিক সহায়তা করে। তাই গবেষণায় অটিস্টিক শিশুদের মূর্ত এবং বিমূর্ত বিশেষ্য অনুধাবনের স্বরূপ জানার জন্য এ দুটি কৌশলকে কাজে লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি, ফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় নিম্নোক্ত দুটি বিবেচনাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ক। যেসব অটিস্টিক শিশুর বাচন ভালো অর্থাৎ উচ্চ-দক্ষ বা অ্যাসপারজার অটিস্টিক শিশু এবং যারা সীমিত বাচন ব্যবহার করে, অর্থাৎ নিম্ন-দক্ষ বা চিরায়ত অটিস্টিক শিশু তাদের মধ্যে বিশেষ্য অনুধাবন এবং প্রকাশে পার্থক্য আছে কি-না?

খ। প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে যেসব বিশেষ্য পুনঃপুন ব্যবহার করা হয় এবং যেসব বিশেষ্য পুনঃপুন ব্যবহৃত হয় না, এই দুধরনের বিশেষ্যের মধ্যে কোনো ধরনের বিশেষ্য আয়ত্তীকরণে অধিক বৈকল্য দেখিয়ে থাকে?

৫.৩. উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া

উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিশুদের বিশেষ্য আয়ত্তীকরণের মাত্রাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ল্যাপটপের মাধ্যমে উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ পর্যায়ক্রমে তাদের সামনে প্রদর্শন করা হয় এবং প্রদর্শিত ছবিগুলোতে বিশেষ্যের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রদর্শিত ছবিগুলো ছিল– গাড়ি, ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট, স্কুলব্যাগ, বই, কলম, পেন্সিল, মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি বিভিন্ন রং নির্দেশক ছবি, স্কুলের ডায়েরি ইত্যাদি। এছাড়া বিশেষ্য শনাক্ত করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিশুদের ঘরের চারপাশে রক্ষিত বিশেষ্য নির্দেশক ছবি দেখানো হয়, (যেখানে বস্তুবাচক ও অবস্তুবাচক ছবি ছিল) যথা— চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার, আলমারি ও দেয়ালে টানানো বিভিন্ন মূর্ত ও বিমূর্তবাচক ছবি ইত্যাদি। এসব ছবির মধ্যে মূর্ত বা বস্তুবাচক বিশেষ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আবার, নিয়মিত বা পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয় এমন ছবির পাশাপাশি অনিয়মিতভাবে ব্যবহৃত বিশেষ্য নির্দেশক ছবিও ছিল, যেমন– পাহাড়, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। আবার, বিমূর্ত বা ভাবসূচক ৩টি বিশেষ্য যথা- 'সান্ত্বনা', 'আনন্দ', 'ক্ষমা' নির্দেশক ছবি তাদের সামনে প্রদর্শন করে এগুলো দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া নির্বাচিত প্রশ্নমালা (questionnaire) থেকে তাদেরকে ২০টি প্রশ্ন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মূর্ত ও বিমূর্ত বিশেষ্যের ব্যবহার ছিল (উদ্দীপক ও প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট অংশে সংযুক্ত করা হয়েছে)।

৬. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, যেসব বিশেষ্য দৈনন্দিন জীবনে অধিক ব্যবহৃত হয় উভয় ধরনের অটিস্টিক শিশু সেগুলো দ্রুত শনাক্তকরণ করতে সমর্থ হয়েছে, যেমন–

প্রতিটি শিশু নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, ভাই-বোনের সংখ্যা, স্কুলের নাম, ৭ দিনের নাম, ইংরেজি ১২ মাসের নাম, প্রিয় খেলোয়াড়ের নাম, জাতীয় কবি/ বিশ্ব কবি/ প্রিয় কবির নাম, চিড়িয়াখানায় বাসরত বিভিন্ন পশুপাখির নাম ইত্যাদি ১০ জন শিশুই ঠিকভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা জিনিসের নাম যেমন– কম্পিউটার, স্কুলের ব্যাগ, ব্যাগের ভেতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পড়াশোনা সম্পর্কিত উপকরণ, স্কুলের কক্ষে ব্যবহৃত দৃশ্যমান উপকরণের নাম ১০ জন অটিস্টিক শিশুই ঠিকভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, উল্লিখিত বিশেষ্যসমূহ শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দৃশ্যমানতার কারণে অংশগ্রহণকারী শিশুরা তা বুঝতে সক্ষম হয়। আবার, স্কুলের সময়সূচি অর্থাৎ স্কুল কখন শুরু হয় এবং ছুটি হয় সেটি উচ্চ-দক্ষ শিশুরা বলতে পারলেও নিম্ন-দক্ষ শিশুরা বলতে পারেনি। টেলিভিশনে কোন অনুষ্ঠান দেখা হয় এর উত্তরে কেউ কার্টুন, কেউ নাটক, কেউ গান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কথা জানিয়েছে। ছুটির দিন কোথায় বেড়াতে যাওয়া হয় এর উত্তরে শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা, বাইরে খেতে যাওয়া ইত্যাদির কথা বলেছে। বাসায় কোন দৈনিক পত্রিকা পড় — এর উত্তরে সবাই বাসায় যে দৈনিক পত্রিকা পড়া হয় সেটির কথা বলেছে। দেশের বাইরে কোথায় বেড়াতে যাও — এর উত্তরে নিম্ন-দক্ষ শিশুরা কোনো উত্তর করতে পারেনি। অপরদিকে, উচ্চ-দক্ষ শিশুরা 'দেশের বাইরে' এর অর্থ বুঝতে পারেনি। যখন তাদের বলা হয় তুমি কি বিদেশে গিয়েছ তখন তারা তা বুঝতে সক্ষম হয়। সেক্ষেত্রে যাদের বিদেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে তারা সেই দেশের নাম বলেছে। তবে, প্রতিটি শিশু ৭ দিন ও ইংরেজি ১২ মাসের নাম বলতে সমর্থ হলেও স্কুল কোনদিন বন্ধ থাকে এবং এখন কোন মাস তা সবাই বলতে পারেনি। অটিস্টিক শিশুর মূর্ত বিশেষ্যের পাশাপাশি বিমূর্ত বিশেষ্য আয়ত্তীকরণের প্রকৃতিও চিহ্নিত হয়। এক্ষেত্রে বিমূর্ত বিশেষ্য অনুধাবনে ও প্রকাশে উচ্চ ও নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুর ভিন্নতার মাত্রা প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৩টি বিমূর্ত বিশেষ্য যথা– 'সান্ত্বনা', 'আনন্দ' ও 'ক্ষমা' নিম্ন-দক্ষ শিশুর ৫ জনের মধ্যে কেউই অনুধাবন ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে, উচ্চ-দক্ষ ৫ জনের মধ্যে কেবল ১ জন 'সান্ত্বনা' বিশেষ্য বলতে পেরেছে, বাকি ৪ জন তা বলতে পারেনি। 'আনন্দ' বিশেষ্যটি ৩ জন উচ্চ-দক্ষ শিশু বুঝতে পারলেও ২ জন তা বুঝতে পারেনি। আবার, 'ক্ষমা' বিশেষ্যটি ১ জন উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু ঠিকভাবে বলতে পেরেছে, বাকি ৪ জনই তা বলতে সমর্থ হয়নি। বিমূর্ত বা ভাবনির্দেশক বিশেষ্য শনাক্তকরণে ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বগদাশিনার (Bogdashina, 2005) মত অনুসরণে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয় বিমূর্তায়নে দুর্বল থাকার কারণে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুদের এসব ভাবনির্দেশক বিশেষ্য ঠিকভাবে বিকশিত হয়নি। নিচের গ্রাফচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলো।

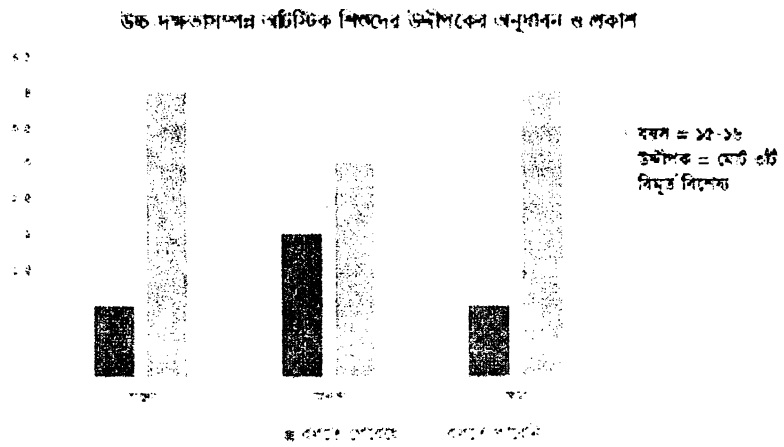

চিত্র ২: উচ্চ-দক্ষ শিশুদের বিমূর্ত বিশেষ্য আয়ত্তীকরণ প্রকৃতি

চিত্র-২ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, উচ্চ-দক্ষ ও নিম্ন-দক্ষ উভয় ধরনের অটিস্টিক শিশুই বিশেষ্য শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখিয়েছে। তবে দুধরনের শিশুর ঘাটতির মাত্রাটি ভিন্ন রকম। কেননা উচ্চ-দক্ষ শিশুরা নিম্ন-দক্ষ শিশুদের তুলনায় অধিকতর সফল। এর কারণ হচ্ছে উচ্চ-দক্ষ শিশুরা নিম্ন-দক্ষ শিশুদের তুলনায় অনুধাবন দক্ষতায় অধিকতর ভালো যা ওপরের ফলে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে উচ্চ-দক্ষ শিশুরা নিম্ন-দক্ষ শিশুদের তুলনায় বিশেষ্য শনাক্তকরণে অধিক দক্ষতার পরিচয় দিলেও এক্ষেত্রে তাদের উপস্থাপনটি সুস্থ শিশুদের মতো স্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে, খেলার সাথে সম্পর্কিত করে যখন উক্ত বিমূর্ত বিশেষ্য 'আনন্দ'-কে উপস্থাপন করা হয়, তখন অটিস্টিক শিশুরা তা অনুধাবন ও প্রকাশে অধিকতর সফলতা দেখিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ বা তোমার প্রিয় দল ক্রিকেট খেলায় জিতে গেলে কেমন লাগে? এর উত্তরে উচ্চ-দক্ষ শিশুদের সবাই বলেছে অনেক 'আনন্দ' হয়। অন্যদিকে, ৫ জন নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুর মধ্যে ৩ জন তা বলতে সক্ষমতা দেখিয়েছে। 'বাংলাদেশ /তোমার প্রিয় দল হেরে গেলে কেমন লাগে?' অথবা 'তোমাকে কেউ বকা দিলে কেমন লাগে?' এর উত্তরে নিম্ন-দক্ষরা ব্যর্থ হলেও উচ্চ-দক্ষ সব শিশুই বলেছে,'কষ্ট লাগে'। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বিমূর্ত বিশেষ্য আয়ত্তীকরণে প্রসঙ্গের প্রভাব রয়েছে। অর্থাৎ যে কোনো প্রসঙ্গ বা ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পর্কিত করে বললে অটিস্টিক শিশুরা বিভিন্ন বিমূর্ত বিশেষ্য বলতে পারে। পাশাপাশি, এমন মূর্ত বিশেষ্যবাচক শব্দও আছে যা তারা কখনও দেখেনি কিন্তু কেবল শুনে শুনে শিখেছে, যেমন– পাহাড়, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কারও কারও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও কেবল বই বা টেলিভিশনে সেগুলো দেখে এক ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাকে তারা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। তবে, যারা সরাসরি এসব

জায়গা প্রদর্শন করেছে কেবল তারাই তা বলতে সফল হয়েছে। তাই বলা যায় যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে বেশি ব্যবহৃত না হলে কেবল শুনে এবং বইয়ের মধ্যে ছবি দেখে অটিস্টিক শিশুরা তা বুঝতে সমর্থ হয় না। তবে অংশগ্রহণকারী নিম্ন-দক্ষ শিশুদের মধ্যে যারা সমুদ্রে গিয়েছে এদের মধ্যে একজন সমুদ্র শব্দটি মনে করতে না পেরে 'ঢেউ পানি' বলেছে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সব ধরনের অটিস্টিক শিশুর প্রতীকী চিহ্ন (symbolic sign)-এর চাইতে প্রতিমা চিহ্ন (iconic sign) অনুধাবন ও আয়ত্তীকরণের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি বলে শিশুটি সমুদ্রের পরিবর্তে 'ঢেউ পানি' বলেছে। উপাত্ত সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে এসবই প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অভিজ্ঞতা অর্জন অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ্য আয়ত্তীকরণের অন্যতম কৌশল।

৭. ফল পর্যালোচনা

আমাদের যাপিত জীবনের চারপাশে বিরাজমান বস্তু ও পদার্থসমূহের মধ্যে বিশেষ্যই সংখ্যার বিচারে সর্বাধিক এবং সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। ভাষার সাংগঠনিক বিচারে সকল বিশেষ্যই শাব্দ ক্যাটেগরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই শিশু ভাষা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে এই ক্যাটেগরি একই প্রক্রিয়া ও রীতি-বৈশিষ্ট্য মেনে আয়ত্ত করবে এটা অনুমান করা প্রাথমিকভাবে অসঙ্গত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণায় ফল হয়েছে বৈচিত্র্যধর্মী ও ভিন্নমাত্রিক। তবে এই গবেষণাটি মূলত বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে সম্পাদিত হলেও এর ফল সাধারণ শিশুদের ভাষা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা সেটিও ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। উল্লেখ্য, ভাষার ব্যাকরণিক বিচারে বিশেষ্য একই ক্যাটেগরিভুক্ত হলেও এগুলো মানুষের অভিজ্ঞতা, পৌনঃপুনিকতা, মূর্ততা, বিমূর্ততা, অতি-পরিচয়, স্বল্প-পরিচয় প্রভৃতি চলক বৈশিষ্ট্যের প্রতি সংবেদনশীল। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে, যা এই গবেষণাকর্মের ফল উপস্থাপনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফলে এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফল থেকে এটি অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুরাও এই শাব্দ ক্যাটেগরি আয়ত্ত করতে গিয়ে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

মোটের ওপর, এই গবেষণাকর্মের উপাত্ত উপস্থাপনকে আরও বৈশিষ্ট্যধর্মী বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করার অবকাশ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উপস্থাপিত মূর্ত বিশেষ্যগুলোর ছবি অটিস্টিক শিশুর মনোজগতে আছে বলে সেগুলো তারা সহজেই চিনতে পেরেছে। কারণ শব্দগুলো ছিল প্রাত্যহিক ও দৈনন্দিন জীবনে বারবার ব্যবহৃত। কিন্তু বিমূর্ত বিশেষ্যগুলোর কোনো মূর্তরূপ না থাকার কারণে সেগুলো শনাক্তকরণে তাদের সময় লেগেছে বা কখনো তারা ব্যর্থ হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যেসব বিশেষ্যবাচক উপাদান দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না কেবল প্রতীকী চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে তা অনুধাবন করতে হয় সেগুলো উপলব্ধি করতে অধিককাংশ শিশু অপারগ হয়। এই ফলকে আবার ভিন্নভাবে দেখার সুযোগও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিশেষ্যবাচক শব্দ যদি

বিমূর্ত হয় কিন্তু অধিক ব্যবহার করা হয়, তাহলে অটিস্টিক শিশুরা তা বুঝতে সক্ষম হয় যা ওপরের ফল উপস্থাপনে প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এগুলো চিনতে পৌনঃপুনিকতার প্রভাব তাদেরকে সহায়তা করে।

আবার, সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় না, কিন্তু পরিমাপ করে বোঝানো যায়, যেগুলোকে পরিমাপ-বিশেষ্য (mass noun) বলা হয়, যেমন– এক মণ চাল/ডাল/ গম/আটা/ ময়দা, এক কেজি চিনি/লবণ/, এক লিটার দুধ/পানি ইত্যাদি ১০ জন শিশুর কেউই বলতে পারেনি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, পরিমাপবাচক বিশেষ্য আয়ত্তীকরণে অটিস্টিক শিশুদের তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে। তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এ ধরনের বিশেষ্য তাদের কাছে দৃশ্যমান হলেও এগুলোর ব্যবহার বা কেনাকাটার সঙ্গে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংযুক্তি নেই। তবে এক কাপ চা/কফি, এক গ্লাস পানি/দুধ, এক বোতল বা এক জগ পানি ইত্যাদি ১০ জনের সবাই বলতে পেরেছে। কেননা, এগুলোর সাথে অটিস্টিক শিশুদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অভিজ্ঞতা কাজ করেছে।

সর্বোপরি, অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয় যে, প্রত্যক্ষ প্রভাব, অভিজ্ঞতা, নিয়মিতকরণ প্রভাব, পৌনঃপুনিকতার প্রভাব ইত্যাদি কৌশলগত দক্ষতা অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ্য আয়ত্তীকরণে সহায়তা করে, যা এই গবেষণাকর্মের প্রাপ্ত ফল থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

হুমায়ুন আজাদ । (১৯৯৪)। *বাক্যতত্ত্ব।* ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাকিম আরিফ, ড. শোয়েবুর রহমান চৌধুরী, ড. ফাহমিদা ফেরদৌসী ও তাওহিদা জাহান । (২০১৫)। *শিশুরভাষা-বিকাশম্যানুয়েল : একটিপ্রস্তাবনা*। ঢাকা: যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাকিম আরিফ ও সালমা নাসরীন। (২০১৩)। *আমাদের অটিস্টিক শিশু ও তাদের ভাষা*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

Bogdashina, Olga (2005). *Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome Do We speak the same language?* London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Fenson, L. et al. (1994). Variability in early communicative development. *Monograph of the Society for Research in Child and Development.* (Serial no.242)

Peccei, J.S. (2006). *Child Language A resource book for students.* New York and London: Routledge

Piaget, J. (2002). *The Language and Thought of the Child* [Trans. Mrjorie and Ruth Gabin][3rd edition]. London and New York: Routledge

পরিশিষ্ট

ক. প্রশ্নমালা

বাক্য-১ তোমার নাম কী?

বাক্য-২ তোমার মায়ের নাম কী?

বাক্য-৩ তোমার বাবার নাম কী?

বাক্য-৪ তোমার স্কুলের নাম কী?

বাক্য-৫ তোমরা কয় ভাই বোন?

বাক্য-৬ তুমি কয়টায় স্কুলে আস/কখন স্কুল ছুটি হয়?

বাক্য-৭ তোমার স্কুল কোনদিন বন্ধ থাকে?

বাক্য-৮ জাতীয় কবি/বিশ্বকবির নাম কী?

বাক্য-৯ বাংলাদেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে?

বাক্য-১০ তোমাদের বাসায় দৈনিক কোন পত্রিকা পড়া হয়?

বাক্য-১১ তুমি কি দেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে?

বাক্য-১২ এখন ইংরেজি কোন মাস?

বাক্য-১৩ তুমি কার কবিতা পড়তে ভালোবাস?

বাক্য-১৪ তোমাকে কেউ বকা দিলে তুমি কষ্ট পাও?

বাক্য-১৫ তুমি কোন খেলোয়াড়কে পছন্দ কর?

বাক্য-১৬ তোমার দল হেরে গেলে কেমন লাগে?

বাক্য-১৭ তোমার দল জিতে গেলে কেমন লাগে?

বাক্য-১৮ চিড়িয়াখানায় কী কী পশুপাখি রয়েছে?

বাক্য-১৯ তোমার স্কুলের ব্যাগে কী কী জিনিস থাকে?

বাক্য-২০ টেলিভিশনে কী দেখ?

খ. বিভিন্ন উদ্দীপকের ছবি (অংশগ্রহণকারীদের সামনে ছবি প্রদর্শনের সময় উদ্দীপকের নাম ব্যবহার করা হয়নি)

পাহাড়

নদী

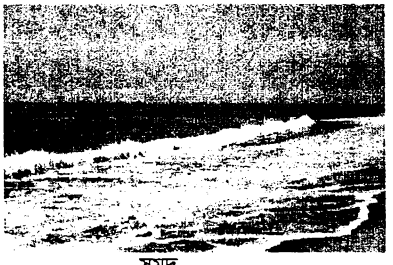

সমুদ্র

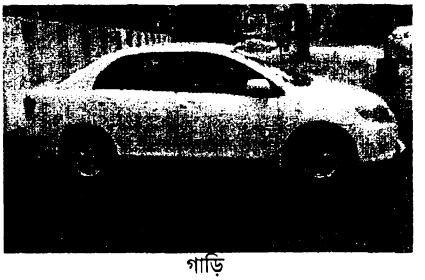

গাড়ি

ক্ষমা

সান্ত্বনা

আনন্দ

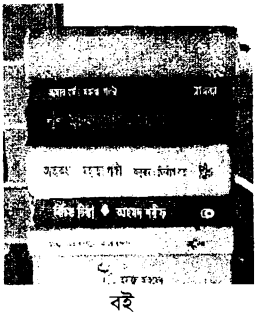

বই

ঘড়ি

মোবাইল